بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু



আল আসমাউল হুসনা

কিভাবে আল্লাহর নামের গুণ ও তাৎপর্য
অনুযায়ী জীবন যাপন করবো?

মূল লেখক-সংকলক
দ্যা আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি টিম ও
খাওলাহ বিনতে ইয়াহইয়া

অনুবাদক
হোসাইন শাকিল

সম্পাদনা
মুহসিন মাহমুদ
দাওরায়ে হাদিস,জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম,ফরিদাবাদ,ঢাকা।
ইফতা,মারকাযুদ দিরাসাহ আল ইসলামিয়াহ,মিরপুর,ঢাকা।

প্রুফ রিডিং
মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

পৃষ্ঠাসজ্জা
ইসমাঈল মারুফ

প্রচ্ছদ
শরিফুল ইসলাম

ভিতরে যা আছে

আল্লাহ ৪৯

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব? ৫১

১. আল্লাহ ﷻ-এর ওপর বিশ্বাস রাখুন। ৫১
২. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন এবং তা অনুভব করুন। ৫১
৩. বিসমিল্লাহ বলুন। ৫২
৪. তাঁর অভিমুখী হোন। ৫৩

আর-রহমান ৫৪

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব? ৫৬

১. কখনো হতাশ হবেন না। ৫৬
২. অন্যদের প্রতি সদয় হোন। ৫৬
৩. পারিবারিক বন্ধন মজবুত রাখুন। ৫৭
৪. আপনার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করুন। ৫৭
৫. অনুগ্রহ স্বীকার করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন। ৫৭

আর-রহীম ৫৯

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু সত্তা ৫৯
সৃষ্টির প্রতি সদয় ৬০
অন্যের প্রতি সদয় হওয়া একটি নিয়ামত ৬১

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব? ৬১

১. আর-রাহীমের আনুগত্য করুন, কুরআন আঁকড়ে ধরুন। ৬১
২. তাকওয়া অর্জনে সংগ্রাম করুন। ৬২
৩. আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাহ পড়ুন। ৬২

৪. মনোযোগের সাথে কুরআন শুনুন।..... ৬২
৫. আর-রাহীম এর অভিমুখী হোন। ৬৩

আল-মালিক ৬৫

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ﷻ-এর সাথে এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য.. ৬৬

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব? ৬৭

১. আল-মালিক প্রদত্ত সীমার মধ্যে অবস্থান করুন।..... ৬৭
২. আল-মালিক নামটি ব্যবহার করবেন না।..... ৬৭
৩. ধৈর্যশীল হোন এবং পরকালীন রাজত্ব লাভ করুন। ৬৭
৪. আল-মালিকের কাছে প্রার্থনা করুন। ৬৮
৫. ন্যায়সংগত হোন। ৬৮
৬. আত্মিক এবং বাহ্যিক উভয়ভাবে নম্রতা অবলম্বন করুন।..... ৬৯
৭. আল-মালিকের প্রশংসা করুন।..... ৬৯

আল-কুদ্দুস ৭১

সর্বাধিক পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত সত্তা ৭১
আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব? ৭৩

১. আল-কুদ্দুসের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস রাখুন।..... ৭৩
২. আল-কুদ্দুসের প্রশংসা করুন।..... ৭৩
৩. সালাতের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করুন।..... ৭৩
৪. উত্তম সাদাকা দিন।..... ৭৪
৫. অন্যায় করবেন না।..... ৭৪
৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।..... ৭৫
৭. কুরআনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করুন। ৭৫

আস-সালাম..... ৭৭

শান্তি ও পরিপূর্ণতা দানকারী সত্তা..... ৭৭
সালামের উদাহরণ..... ৭৮
১. আত্মসমর্পণ করুন।..... ৭৯
২. পরিশুদ্ধ হৃদয় লাভের চেষ্টা করুন। ৭৯

৩. পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন। ৭৯
৪. সালামের প্রসার করুন। ৮০
৫. আল্লাহ ﷻ-এর ওপর সালাম বলবেন না। ৮০
৬. আস-সালামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। ৮০
৭. নিজের প্রতি অন্যায় করবেন না। ৮০
৮. সালাতের পর দুআ করুন। ৮১

আল-মুমিন ৮২

কারা আল্লাহ ﷻ-এর আমান লাভ করে? ৮৩
১. আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান রাখুন। ৮৪
২. আল্লাহ ﷻ-এর ওয়াদায় বিশ্বাস রাখুন। ৮৪
৩. দুঃসময়ে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আমান চেয়ে প্রার্থনা করুন। ৮৫
৪. ঈমানের পরিচর্যা করুন। ৮৫
৫. আপনার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ হোন। ৮৬
৬. আল-মুমিনের সাহায্য কামনা করুন। ৮৬

আল-মুহাইমিন ৮৮

তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক এবং সুরক্ষাদানকারী সত্তা ৮৮
কুরআনকে 'মুহাইমিন' বলে সম্বোধন ৮৯
১. সচেতন হোন, আল-মুহাইমিন আপনাকে দেখছেন। ৮৯
২. তাকদীরকে মেনে নিন। ৯০
৩. কুরআনকে 'আল-মুহাইমিন' হিসেবে আঁকড়ে ধরুন। ৯০
৪. আল-মুহাইমিনের কাছে দুআ করুন। ৯০
৫. আপনার হৃদয়কে রক্ষা করুন। ৯১

আল-আযীয ৯২

শক্তিশালী, মহান, অজেয় এবং অতুলনীয় সত্তা ৯২
আল-আযীয সম্পর্কে একটি সুন্দর কবিতার ভাবার্থ ৯৩
একটি শক্তিশালী এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সমন্বয় ৯৪
১. আল-আযীযের কাছে শক্তি প্রার্থনা করুন। ৯৪

২. জেনে রাখুন, ইসলামের মাঝেই আপনার প্রকৃত সম্মান।..... ৯৪
৩. আল-আযীযের কাছে কোনো কিছুই গোপনীয় নয়।..... ৯৫
৪. শক্তি মানেই সম্মান নয়। ৯৫
৫. আমানতের মর্যাদা রক্ষা করুন।..... ৯৫
৬. আল-আযীয তথা কুরআনকে কাজে প্রতিফলিত করুন।..... ৯৬

আল-জাব্বার ৯৭

বাধ্যকারী, পুনরুদ্ধারকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা ৯৭
তিন প্রকারের 'জাবর' ৯৮
১. আল-জাব্বার কীভাবে আপনাকে বাধ্য করেন তা চিন্তা করুন।..... ৯৯
২. জাব্বার বা স্বৈরাচারী হবেন না। ৯৯
৩. অন্যদের হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় করুন। ১০০
৪. আপনার ভুলত্রুটি সংশোধনে আল-জাব্বারের শরণাপন্ন হোন। ১০০
৫. আল-জাব্বারের কাছে দুআ করুন। ১০০

আল-মুতাকাব্বির ১০২

সর্বোচ্চ, সর্বস্বত্বের অধিকারী, মহত্ত্বের পরিপূর্ণ সত্তা ১০২
আল্লাহ ﷻ-এর আল মুতাকাব্বির বনাম অহংকারী। ১০৩
অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা ১০৪
১. বিনম্র হওয়ার মাধ্যমে মহান হোন।..... ১০৪
২. আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সম্মান করুন।..... ১০৫
৩. অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। ১০৬
৪. আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিনয়ী হোন। ১০৬
৫. আল-মুতাকাব্বিরের কাছে দুআ করুন। ১০৬

আল-খালিক..... ১০৮

স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী সত্তা ১০৮
আল্লাহ ﷻ-এর সৃষ্ট বস্তু ১০৯
মনকাড়া যুক্তি..... ১১০
১. আল-খালিকের সাথে আপনার সম্পর্ক জোরদার করুন।..... ১১০

২. সৃষ্টিকে ভয় পাবেন না।..... ১১১
৩. মানুষকে 'সৃষ্টিকর্তা' বলবেন না।..... ১১১
৪. প্রকৃতির দিকে লক্ষ করুন।..... ১১২

আল-বারি..... ১১৩

প্রবর্তক, প্রযোজক এবং উদ্ভাবক সত্তা..... ১১৩
কুরআনে মাছির উপমা..... ১১৪
১. আল-বারির ওপর দৃঢ় আস্থা রাখুন।..... ১১৫
২. মন্দ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন।..... ১১৫
৩. জেনে রাখুন, তিনি ছাড়া বাকি সব সৃষ্টি।..... ১১৬
৪. আল-বারির সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করুন।..... ১১৬
৫. পয়গাম ছড়িয়ে দিন।..... ১১৬

আল-মুসাওউইর..... ১১৮

গঠনকারী, রূপদাতা, আকৃতি দানকারী..... ১১৮
আল-খালিক, আল-বারি এবং আল-মুসাওউইরের মাঝে সম্পর্ক..... ১১৯
১. আল-মুসাওউইর প্রদত্ত আকৃতিতে খুশি থাকুন।..... ১২০
২. সুন্দর আকৃতি নিয়ে চিন্তা করুন।..... ১২০
৩. আপনার সম্ভাবনা অনুযায়ী জীবনযাপন করুন।..... ১২১
৪. একমাত্র আল-মুসাওউইরের ইবাদাত করুন।..... ১২১
৫. আল-মুসাউইরের কাছে চান।..... ১২২

আল-গফফার..... ১২৩

পুনঃপুন ক্ষমাশীল, আচ্ছাদনকারী, সুরক্ষাদাতা সত্তা..... ১২৩
একটি সুন্দর দুআ..... ১২৪
'মাগফিরাহ' এর উদাহরণ..... ১২৪
১. ক্ষমা করুন, ক্ষমা পাবেন।..... ১২৫
২. আপনার নিয়ামত বাড়াতে ইস্তিগফার পড়ুন।..... ১২৫
৩. অন্যের ত্রুটি সন্ধানে ব্যস্ত থাকবেন না।..... ১২৬
৪. সৎকর্ম দিয়ে অসৎকর্মকে মুছে ফেলুন।..... ১২৬

৫. ধন্যবাদ দিন।..... ১২৭
৬. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।..... ১২৭

আল-ক্বহহার..... ১২৮

পরাক্রমশালী, নিরঙ্কুশ বিজেতা, অপরাজেয় সত্তা..... ১২৮
পরম একত্ব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী..... ১২৯
হৃদয় কম্পনকারী এক মুহূর্ত..... ১৩০
১. বশ্যতা মেনে নিন, আত্মসমর্পণ করুন।..... ১৩০
২. আল-ক্বহহারের ইচ্ছা প্রকাশের ধরন নিয়ে চিন্তা করুন।..... ১৩১
৩. দুর্বলের প্রতি সদয় হোন।..... ১৩১
৪. সব সময় মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করুন।..... ১৩১
৫. পাপ ছাড়ুন।..... ১৩১
৬. আল-ক্বহহারের কাছে দুআ করুন।..... ১৩২

আল-ওয়াহহাব..... ১৩৩

মহান দাতা, নিরন্তর দানকারী..... ১৩৩
আপনি কীভাবে তাঁর উপহার চিনবেন?..... ১৩৪
১. আল-ওয়াহহাবকে স্মরণ করুন।..... ১৩৪
২. সত্যিকারের দাতা হোন।..... ১৩৫
৩. আল-ওয়াহহাবের উপহারগুলো সদ্ব্যবহার করুন।..... ১৩৫
৪. সাহাবীদের ভালোবাসা থেকে শিখুন।..... ১৩৫
৫. আল-ওয়াহাবের কাছে প্রার্থনা করুন।..... ১৩৬
৬. নিজের প্রশংসা করবেন না।..... ১৩৬
৭. আল-ওয়াহহাবের দেয়া উপহার নিয়ে ভাবুন।..... ১৩৬
৮. অন্যদের উপহার দিন।..... ১৩৭

আর-রাযযাক..... ১৩৮

সরবরাহকারী, জোগানদাতা..... ১৩৮
রিযিক কী?..... ১৩৯
রিযিকের পরীক্ষা..... ১৩৯

১. সন্তুষ্ট থাকুন ১৩৯
২. কঠোর পরিশ্রম করুন ১৪০
৩. আর-রাযযাকের কর্মপন্থা বুঝুন ১৪০
৪. আর-রাযযাকের ওপর আস্থা রাখুন ১৪০
৫. আর-রাযযাক আপনাকে যা দিয়েছেন তা ভেবে দেখুন ১৪১
৬. পরকালের প্রতিরূপ কল্পনা করুন ১৪১
৭. আপনার রিযিকের সদ্ব্যবহার করুন ১৪১
৮. আপনার রিযিক বৃদ্ধির উপায় জানুন ১৪১

আল-ফাত্তাহ ১৪৩

সকল উন্মোচিত বিষয়ের বিচারক, সফলতা দানকারী ১৪৩
১. বিচারকের ওপর আস্থা রাখুন। ১৪৪
২. আল-ফাত্তাহ সমস্ত দরজা খুলে দিতে পারেন বলে বিশ্বাস রাখুন ১৪৫
৩. আন্তরিক হোন। ১৪৫
৪. আল-ফাত্তাহর কাছে দুআ করুন ১৪৫
৫. সূরা ফাতিহা অধ্যয়ন করুন ১৪৬
৬. অন্যদের উপকার করুন ১৪৬

আল-আলীম ১৪৮

সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী ১৪৮
অজ্ঞতা, অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, ভুলে যাওয়া তাঁর বৈশিষ্ট্য নয় ১৪৯
সবচেয়ে মর্যাদাবান জ্ঞান কোনটি? ১৫০
১. আল-আলীমের নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ১৫০
২. জ্ঞানার্জনের আগ্রহ। ১৫০
৩. মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানুন। ১৫১
৪. বিনয়ী হোন। ১৫১
৫. নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন। ১৫১
৬. তাকদীরকে মেনে নিন। ১৫১
৭. আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল-আলীমের কাছে দুআ করুন। ১৫২
৮. এই নামের যিকির করুন। ১৫২

আস-সামী'..... ১৫৩

সর্বশ্রোতা, চিরশ্রবণকারী সত্তা..... ১৫৩
আস-সামী'র কাছে কোনো গোপনীয়তা নেই..... ১৫৪
১. জবানের হেফাযত করুন।..... ১৫৫
২. কথাবার্তার শিষ্টাচার সম্পর্কে জানুন।..... ১৫৫
৩. আস-সামী'র কাছে সালাতে সাহায্য চান।..... ১৫৫
৪. আস-সামী'র কাছে সান্ত্বনা খুঁজুন।..... ১৫৬
৫. আস-সামী'র শরণাপন্ন হোন।..... ১৫৬
৬. আস-সামী'র কাছে আপনার শ্রবণে বারাকাহ চান।..... ১৫৬
৭. সঠিক শব্দ চয়ন করুন।..... ১৫৭
৮. 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার সময় অনুভব করুন।..... ১৫৭

আল-বাসীর..... ১৫৮

সর্বদ্রষ্টা এবং উপলব্ধিকারী সত্তা..... ১৫৮
ইবাদাত ও জাগতিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান..... ১৫৯
১. নিজের কাজকে পর্যবেক্ষণ করুন।..... ১৬০
২. সর্বাবস্থায় আল-বাসীরের ওপর আস্থা রাখুন।..... ১৬০
৩. গুণগত মানোন্নয়নের জন্য চেষ্টা করুন।..... ১৬০
৪. অধ্যবসায়ী হোন।..... ১৬১
৫. আল-বাসীরের লিখিত তাকদীরে বিশ্বাস করুন।..... ১৬১
৬. আল-বাসীরের শরণাপন্ন হোন।..... ১৬২
৭. আল-বাসীরের কাছে প্রার্থনা করুন..... ১৬২
৮. আল-বাসীরের কাছে বেশি বেশি দুআ করুন।..... ১৬২

আল-হাকাম..... ১৬৩

ন্যায়বিচার দানকারী, মধ্যস্থতাকারী সত্তা..... ১৬৩
শ্রেষ্ঠ বিচারক..... ১৬৪
১. সর্বদা আল-হাকামের ওপর আস্থা রাখুন।..... ১৬৫
২. সৎকাজ করতে অনুপ্রাণিত হন।..... ১৬৫
৩. কুরআন-সুন্নাহকে আপনার নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করুন।..... ১৬৬

৪. আল-হাকামকে স্মরণ করে সত্যের পক্ষে দাঁড়ান। ১৬৬
৫. অন্যদের বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বদা ন্যায্যতা প্রদর্শন করুন। ১৬৬
৬. আল-হাকামের ফরমানে কখনো আপত্তি করবেন না। ১৬৭
৭. সুরক্ষা এবং নির্দেশনার জন্য আল-হাকামের সাহায্য চান। ১৬৭

আল-লাতীফ ১৬৮

সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে সূক্ষ্ম, করুণাময় সত্তা ১৬৮
মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ১৬৯
আল-লাতীফ থেকে দৈনন্দিন জীবন নির্দেশিকা ১৭০
১. অন্যদের প্রতি নম্র এবং সদয় হোন। ১৭০
২. ব্যক্তিগত জীবন ও চারপাশ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। ১৭১
৩. আল-লাতীফের প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং বিস্ময় বৃদ্ধি করুন. ১৭১
৪. যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আপনার নিয়্যাত বিশুদ্ধ রাখুন। ১৭১
৫. 'লুতফ'-এর জন্য দুআ করা। ১৭১

আল-হালীম ১৭৩

সবচেয়ে সহনশীল, অবিচল প্রশান্ত, সবচেয়ে দয়ালু এবং নির্মল সত্তা... ১৭৩
আল-হালীম কেন শাস্তি বিলম্বিত করেন? ১৭৪
মানুষের হিলম বনাম আল্লাহ ﷻ-এর হিলম ১৭৪
একটি সুন্দর উপমা : পিতামাতা এবং শিশু ১৭৫
১. অন্যদের প্রতি সহনশীল হোন। ১৭৫
২. আল্লাহ ﷻ-এর হিলমের অসৎ সুযোগ নেবেন না। ১৭৬
৩. পাপী ব্যক্তিকে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। ১৭৬
৪. আল্লাহ ﷻ-এর হিলমের জন্য কৃতজ্ঞ হোন। ১৭৬
৫. সহনশীলতা বৃদ্ধির দুআ করুন। ১৭৭

আল-আযীম ১৭৮

সুমহান, উচ্চতর এবং ত্রুটিহীন ১৭৮
সৃষ্টির আযীম এবং স্রষ্টার আযীম ১৭৯
আল-আযীম নাম সহযোগে আপনার দুআ ১৭৯

১. আল-আযীমকে স্মরণ করে আপনার সৎকাজের পাল্লা ভারী করুন . ১৮০
২. যেকোনো পরিস্থিতিতে আল-আযীমের সাহায্য প্রার্থনা করুন।..... ১৮০
৩. আল-আযীম ছাড়া কাউকে ভয় পাবেন না।..... ১৮১
৪. আয়াতুল কুরসি পাঠ করার অভ্যাস করুন।..... ১৮১
৫. রুকুতে আপনার যিকির বৃদ্ধি করুন।..... ১৮১

আল-গফূর..... ১৮৩

সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল, দোষ গোপনকারী, সর্বদা রক্ষাকারী ১৮৩
আল-গফূর ও আর-রহীম নামের সুন্দর সমন্বয় ১৮৪
১. আল-গফূরকে ডাকুন। ১৮৫
২. কখনো নিরাশ হবেন না।..... ১৮৫
৩. নিজেকে ক্ষমাশীল হতে প্রশিক্ষণ দিন। ১৮৫
৪. অন্যের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন।..... ১৮৬
৫. নিজেকে প্রকাশ করবেন না। ১৮৬

আশ-শাকূর ১৮৮

যথার্থ প্রশংসাকারী, সামান্যতে অসামান্য পুরস্কারদাতা..... ১৮৮
আশ-শাকূর ও আল-গফুরের চমৎকার সমন্বয় ১৮৯
আল্লাহ ﷻ-এর সুন্দর প্রশংসা ১৮৯
১. অন্যের কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবেন না। ১৮৯
২. ছোট-বড় যা-ই হোক না কেন, সৎকাজ করুন।..... ১৯০
৩. জান্নাতের কথা স্মরণ করে ধৈর্যশীল ও আন্তরিক হোন। ১৯০
৪. অন্যদের সাহায্য করুন, আশ-শাকূর আপনাকে সাহায্য করবেন ১৯১
৫. কৃতজ্ঞ হন, আশ-শাকূর আপনাকে বাড়িয়ে দেবেন।..... ১৯১
৬. সকল সৃষ্টির কল্যাণ করুন।..... ১৯১
৭. মানুষের প্রশংসা করুন।..... ১৯১
৮. আশ-শাকূরকে ডাকুন।..... ১৯২

আল-আলীই..... ১৯৩

সর্বোচ্চ সত্তা, যিনি সৃষ্টিজগতের সবার ঊর্ধ্বে ১৯৩

সূরা আলা : আপনার রব, সর্বোচ্চ সত্তা ১৯৪
সৎকাজের ঊর্ধ্বগামিতা ১৯৫
১. বিনম্র হোন। ১৯৫
২. সিজদার পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। ১৯৬
৩. আল-আলীইর কাছে বেশি বেশি সৎকাজ পেশ করুন। ১৯৬
৪. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করুন। ১৯৬
৫. আল-আলীইকে ডাকুন। ১৯৬
৬. সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলুন। ১৯৭

আল-কাবীর ১৯৮

সর্বশ্রেষ্ঠ—যে কেউ এবং যেকোনো কিছুর চেয়ে অতি মহান সত্তা ১৯৮
দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা ১৯৯
১. বেশি বেশি তাকবীর বলুন। ১৯৯
২. আল-কাবীরের কাছে সুখ খুঁজুন। ২০০
৩. সঠিকভাবে আল-কাবীরের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। ২০০
৪. উৎসে পরিপূর্ণতা সন্ধান করুন। ২০১
৫. কখনো অহংকারী হবেন না। ২০১
৬. আল-কাবীরের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভের চেষ্টা করুন। ২০১
৭. আল-কাবীরকে ডাকুন। ২০১
৮. আপনার প্রভুর জন্য গর্বিত হোন। ২০২
৯. তাকবীরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করুন। ২০২

আল-হাফীয ২০৩

পরম রক্ষক, অভিভাবক এবং সংরক্ষক সত্তা ২০৩
জ্ঞান, সংরক্ষণ এবং প্রতিদান ২০৪
১. আল-হাফীয দ্বারা অনুপ্রাণিত হোন। ২০৫
২. আল-হাফীযকে ভয় করুন। ২০৫
৩. মানুষকে মনে রাখুন। ২০৫
৪. কুরআনুল কারীম হিফয করা। ২০৬
৫. অন্তরকে পবিত্র করুন। ২০৬

৬. আল-হাফীযের বিশেষ সুরক্ষা লাভের চেষ্টা করুন। ২০৬
৭. আল-হাফীযের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন।.....২০৬
৮. চারপাশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন ২০৭
৯. আল-হাফীযের কাছে তাওবা করুন।.....২০৭

আল-মুকীত..... ২০৮

চূড়ান্ত রক্ষণাবেক্ষণকারী, বিকাশকারী এবং সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক ২০৮
দেহ ও আত্মাকে টিকিয়ে রাখা.....২০৯
১. আল-মুকীতের কাছে বেশি বেশি দুআ করুন।.....২০৯
২. জীবন-জীবিকার প্রতিটি উপাদানের মাঝে.....২১০
৩. আল-মুকীতের সাহায্যে অন্যদের টিকিয়ে রাখুন। ২১০
৪. আপনার চাওয়াগুলো শুধু আল-মুকীতের কাছেই বলুন।.....২১০
৫. আল-মুকীতের ওপর নির্ভর করুন।.....২১০
৬. আল-মুকীতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে পরিপুষ্ট রাখুন। ...২১১
৭. আপনার রিযিকের সদ্ব্যবহার করুন। ২১১

আল-হাসীব।..... ২১২

চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণকারী, হিসাবরক্ষক.....২১২
মহাবিশ্বের স্বাচ্ছন্দ্যময় গতিশীলতা ২১৩
১. নিজের জবাবদিহিতা করুন।.....২১৪
২. আল-হাসীবের কাছে ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাওবা করুন।.....২১৪
৩. লেনদেনে সৎ হোন। ২১৪
৪. 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল' বলুন.....২১৫
৫. সালামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।.....২১৫
৬. আল-হাসীবের কাছে প্রার্থনা করুন।.....২১৬

কুইজ.....২১৭
কুইজের উত্তরঃ.....২২০

আল-কারীম ২২১

সবচেয়ে মহৎ, সর্বোচ্চ সম্মানিত ও কল্যাণময় ২২১

অন্যান্য নামের সাথে সম্পর্ক ২২২
১. মহৎ হওয়ার মাধ্যমে আল-কারীমের নিকটবর্তী হোন। ২২৩
২. কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। ২২৪
৩. ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিন। ২২৪
৪. জাহান্নামের আগুনকে ভুলে যাবেন না। ২২৪
৫. আল-কারীম সম্পর্কে জানুন। ২২৫

আর-রকীব ২২৬

আর-রকীবের ওপর বিশ্বাসের চমৎকার নমুনা ২২৬
১. জানবেন যে, আপনি কখনোই একা নন। ২২৭
২. কী বলছেন তা খেয়াল রাখুন। ২২৭
৩. প্রলুব্ধ হলে আর-রকীবকে স্মরণ করুন। ২২৮
৪. নিজের ব্যাপারে 'রকীব' হোন। ২২৮
৫. আর-রকীবের কাছে দুআ করুন। ২২৮

আল-মুজিব ২৩০

দুআর উত্তরদাতা, আহ্বানে সাড়া দানকারী ২৩০
প্রতিটি আহ্বানেই যিনি সাড়া দেন ২৩১
১. আল-মুজিবের ডাকা সাড়া দিন। ২৩১
২. আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চাইতে শিখুন। ২৩২
৩. আল-মুজিবের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখুন। ২৩২
৪. আল্লাহ ﷻ-এর সাড়া পেতে কুরআনের এই ২৩৩
৫. দুআয় সাড়া পেতে সৎকর্ম করুন। ২৩৪
৬. আল-মুজিবের বান্দাদের ডাকে সাড়া দিন। ২৩৫

আল-ওয়াসি' ২৩৬

সর্বপর্যাপ্ত, অকৃপণ ও সর্বব্যাপী ২৩৬
সাফল্যের ফর্মুলা ২৩৭
১. বেশি বেশি আল-ওয়াসি'র প্রশংসা করুন। ২৩৮
২. তাঁর সাম্রাজ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। ২৩৮

৩. আল-ওয়াসি'র কাছে চান। ২৩৮
৪. কল্যাণের প্রতিনিধি হোন। ২৩৯
৫. আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে কখনোই হতাশ হবেন না। ২৩৯
৬. নিজ আমলের ব্যাপারে সতর্ক হোন। ২৩৯
৭. অন্যদেরকে আপনার দয়া দিয়ে ঘিরে রাখুন। ২৪০

আল-হাকিম ২৪১

সর্বপ্রাজ্ঞ, পরম শাসক ও পরিকল্পনাকারী ২৪১
১. আল-হাকিমের ওপর ভরসা রাখুন। ২৪৩
২. আল-হাকিমের বিধানের ওপর অবিচল থাকুন। ২৪৩
৩. আল-হাকিমের সূক্ষ্মতা ও পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে ভাবুন। ২৪৪
৪. আল-হাকিমের কিতাবকে নিজের সঙ্গী করে নিন। ২৪৪
৫. আচার-আচরণে হিকমাহ বজায় রাখুন। ২৪৪
৬. আল-হাকিমের কাছে বুঝশক্তি চেয়ে নিন । ২৪৫

আল-ওয়াদুদ ২৪৬

অতুলনীয় স্নেহময়, চিরপ্রেমময় ও প্রিয় ২৪৬
আল্লাহ ﷻ-এর ভালোবাসা কীভাবে পাওয়া যায়? ২৪৭
এরপর কী হয়? ২৪৭
১. আল-ওয়াদুদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। ২৪৮
২. আল-ওয়াদুদকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসুন। ২৪৮
৩. ভালোবাসা হোক আল-ওয়াদুদের খাতিরে। ২৪৯
৪. নবী ﷺ-এর অনুসরণ করুন। ২৪৯
৫. সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসা বাড়ান। ২৪৯
৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করেন অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ করুন। ২৫০

আল-মাজিদ ২৫১

মর্যাদাবান, মহিমান্বিত ও সবচেয়ে সম্মানিত ২৫১
অন্যান্য নামের সাথে সম্পর্ক ২৫২
১. আল্লাহ ﷻ-এর কিতাবের অনুসরণ। ২৫৩

২. সর্বদা আল-মাজিদের প্রশংসা করুন।.....২৫৩
৩. অন্যদের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করুন।.....২৫৪
৪. আল-মাজিদের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করুন।.....২৫৪
৫. এই সুন্দর দুআটি মুখস্থ করে নিন এবং তা অনুযায়ী জীবন গড়ুন।...২৫৪

আশ-শাহিদ.....২৫৬

সাক্ষী, সত্য প্রমাণকারী ও সত্যায়নকারী.....২৫৬
সাক্ষ্যের চিত্রকল্প.....২৫৭
১. শাহাদাহ পড়ুন, শাহাদাহকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিন।.....২৫৮
২. আশ-শাহিদের ওপর ভরসা রাখুন।.....২৫৮
৩. আপনি একজন 'দাসমাত্র' এটা স্মরণ রাখুন।.....২৫৯
৪. অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী বানাবেন না।.....২৫৯
৫. সর্বদা সত্যের পক্ষে দাঁড়ান।.....২৫৯

আল-হক.....২৬১

সত্য, বাস্তব, ন্যায়নিষ্ঠ ও সঠিক.....২৬১
পরম বাস্তবতার সূরা.....২৬২
১. সত্যবাদী হোন।.....২৬৩
২. অন্যকে সত্য বলার উপদেশ দেওয়া।.....২৬৩
৩. কঠিন সময়ে তাঁর ওয়াদা স্মরণ রাখুন।.....২৬৪
৪. আল-হকের কাছে যাচ্ঞা করুন।.....২৬৪
৫. ধোঁকায় পড়বেন না।.....২৬৫

আল-ওয়াকিল.....২৬৬

কর্মবিধায়ক : যার ওপর নির্ভর করা হয়.....২৬৬
আল-ওয়াকিল ও অন্যান্য নামসমূহ.....২৬৭
১. বিশ্বাস রাখুন ও কঠোর পরিশ্রম করুন।.....২৬৭
২. ইস্তিখারার সালাত পড়ুন।.....২৬৮
৩. ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না।.....২৬৮
৪. মানুষ যেন আপনার ওপর ভরসা করতে পারে।.....২৬৮

৫. আল-ওয়াকিলের ওপর ভরসা করায় নিজেকে অভ্যস্ত করুন।.....২৬৯
৬. আল্লাহ ﷻ-এর এই নাম ধরে যিকির করুন।.....২৬৯

আল-ক্বওয়ী.....২৭১

পরম শক্তিধর, শক্তিমত্তায় পূর্ণাঙ্গ.....২৭১
আল-ক্বওয়ী ও অন্যান্য নামসমূহ.....২৭২
একটি শক্তিশালী বাক্য.....২৭২
১. দৃঢ় ঈমানদার হোন।.....২৭৩
২. ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করুন।.....২৭৩
৩. আল-ক্বওয়ীকে ভয় করুন।.....২৭৪
৪. আল-ক্বওয়ীর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।.....২৭৪
৫. আল্লাহ ﷻ-এর মাঝেই প্রশান্তি খুঁজে নিন।.....২৭৪
৬. আল-ক্বওয়ী'র কাছে কুওয়াতের প্রার্থনা করুন।.....২৭৪

আল-মাতিন.....২৭৭

অতীব মজবুত, অবিচল, স্থিরসংকল্প.....২৭৭
আল-মাতিনের পরিকল্পনা.....২৭৮
১. সঠিক পথের অনুসরণ করে দৃঢ় হোন।.....২৭৮
২. আল-মাতিনের দিকে আহ্বান করুন।.....২৭৯
৩. সীরাহ অধ্যয়ন করুন।.....২৭৯
৪. আল-মাতিনের পরিকল্পনার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন।.....২৭৯
৫. দৃঢ়মত্ত লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হোন।.....২৮০
৬. আল-মাতিনের কাছে দৃঢ়তা ভিক্ষা চান।.....২৮০

আল-মুহয়ী।.....২৮২

জীবনদাতা, পুনর্জীবিতকারী.....২৮২
জীবনের পরিকল্পনা.....২৮৩
১. আল-মুহয়ী যেকোনো কিছুই ঘটাতে পারেন।.....২৮৩
২. ঈমানদীপ্ত ও জীবন্ত অন্তরের কামনা করুন।.....২৮৪
৩. সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করুন।.....২৮৪

৪. জীবনের মূল্যায়ন করুন।.....২৮৫
৫. প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিন।.....২৮৫
৬. জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করুন।.....২৮৬
৭. নিজেকে ও অন্যকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। ২৮৬

আল-ওয়াহিদ..... ২৮৭

একক, নিভৃত ২৮৭
চমৎকার এক সমন্বয় ২৮৮
১. নিজেকে ও অন্যকে তাওহীদ স্মরণ করিয়ে দিন। ২৮৯
২. সবার আগে তাঁর অভিমুখী হোন।.....২৮৯
৩. আল-ওয়াহিদের প্রমাণ ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করুন।.....২৮৯
৪. ভরসা রাখুন তাঁর ওপরেই। ২৯০
৫. নিজেকে শিরক থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ২৯০

আল-ক্বদীর ২৯২

শক্তিমান, সর্বসক্ষম ২৯২
শক্তি ও দয়া.....২৯৩
১. 'সবকিছুই নির্ধারিত হয়ে আছে' এটা স্মরণ রাখুন। ২৯৪
২. সন্তুষ্ট থাকুন।.....২৯৪
৩. ইস্তিখারার সালাত পড়ুন।.....২৯৫
৪. 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন।.....২৯৫
৫. নিজের আর্জি পেশ করুন।.....২৯৫

আল-মুক্বতাদির..... ২৯৬

শক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ২৯৬
১. নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাববেন না। ২৯৭
২. ঈমানের চর্চা ও অনুশীলন করুন। ২৯৮
৩. সুপ্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হোন।.....২৯৮
৪. নবী ইউনুস ﷺ-এর দুআ স্মরণে রাখুন। ২৯৯
৫. অন্তরের প্রশান্তির মূল্য।.....২৯৯

আল-আওয়াল ৩০১

সর্বপ্রথম, চিরন্তন ৩০১
সর্বপ্রথম সৃষ্টি ৩০২
১. আল্লাহ ﷻ-কে সর্বাগ্রে রাখুন। ৩০২
২. সাবিকুনদের একজন হোন। ৩০৩
৩. সালাতকে অগ্রাধিকার দিন। ৩০৩
৪. তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন, তিনিই সৌন্দর্যমণ্ডিত করবেন। ৩০৪
৫. কুরআনকে সর্বাগ্রে রাখুন। ৩০৪

আল-আখির ৩০৫

সর্বশেষ, শাশ্বত ৩০৫
কে অবশিষ্ট থেকে যাবে? ৩০৬
১. আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখুন। ৩০৬
২. সাদাকায়ে জারিয়া দিন। ৩০৭
৩. শেষদিবসের কথা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন। ৩০৭
৪. নীরবতা বজায় রাখুন এবং প্রতিবেশী ৩০৭
৫. উত্তম সমাপ্তি কামনা করুন। ৩০৮

আয-যহির ৩০৯

প্রকট, সর্বোচ্চ, যিনি বিজয় করেন ৩০৯
চিন্তা-উদ্দীপক একটি আলোচনা ৩১০
১. নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি মনোযোগী হন। ৩১০
২. আয-যহিরের মাঝেই নিজের প্রশান্তি খুঁজে নিন। ৩১১
৩. নিয়্যাত যাচাই করুন। ৩১১
৪. চারপাশে লক্ষ করুন ও বেশি বেশি প্রশংসা করুন। ৩১২
৫. তাঁর কাছে চেয়ে নিন। ৩১২

আল-ওয়ালি ৩১৩

মিত্র, রক্ষক ও স্নেহময় অভিভাবক ৩১৩
আল্লাহ ﷻ-এর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধু ৩১৪

১. আওলিয়াদের মধ্যে শামিল হোন। ৩১৫
২. তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করুন। ৩১৬
৩. নেককার বন্ধু হোন। ৩১৬
৪. আল্লাহ ﷻ-ই সর্বোত্তম বন্ধু, এটা বিশ্বাস করুন। ৩১৬
৫. আল-ওয়ালির সাহায্য চান। ৩১৭

আল-মুতাআলি ৩১৮

পরম সত্তা, সর্বোচ্চতম ৩১৮
পরম একত্ব ৩১৯
১. প্রাধান্য দান। ৩১৯
২. অন্যের চেয়ে নিজেকে 'বিশেষ' কিছু ভাববেন না। ৩২০
৩. অন্যদেরকে আহ্বান করুন। ৩২০
৪. তিনি সর্বোচ্চ, তিনি নিকটবর্তী। ৩২১
৫. হতাশ হবেন না। ৩২১
৬. তাঁর কাছেই চান। ৩২২

আল-বার ৩২৩

দয়ালু, কৃপাময় হিতকারী, কল্যাণকারী ৩২৩
আল-বিরর (পুণ্য) বনাম আল-ইছম (পাপ) ৩২৪
১. নিজ ঈমানের যত্ন নেওয়া। ৩২৪
২. দান করুন। ৩২৫
৩. সালাত ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করুন। ৩২৫
৪. ওয়াদা রক্ষা করুন ও সত্যবাদী হোন। ৩২৫
৫. ধৈর্য রাখুন। ৩২৬
৬. পিতামাতা ও সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করুন। ৩২৬
৭. ত্বরাপ্রবণ হবেন না। ৩২৭
৮. তাকওয়া প্রার্থনা করুন। ৩২৭

আল-আফুউ ৩২৯

যিনি পাপ দূর করেন, মার্জনাকারী ৩২৯

নিষ্কৃতি ও ক্ষমার মাঝে পার্থক্য ৩৩০
বড় গুনাহ ও নিষ্কৃতি ৩৩০
১. অন্যকে ক্ষমা করুন। ৩৩১
২. অন্যের ভুলভ্রান্তি স্মরণ করিয়ে দেবেন না। ৩৩১
৩. আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন। ৩৩২
৪. অন্তর থেকে দুআ করুন। ৩৩২

আর-রউফ ৩৩৩

যিনি সর্বাধিক দয়ালু, কোমল ও ক্ষমাপূর্ণ ৩৩৩
আল্লাহ ﷻ-এর অপরিসীম দয়া ৩৩৪
১. আল্লাহ ﷻ-এর 'রা'ফা'র ব্যাপারে চিন্তাভাবনা। ৩৩৫
২. নবীজি ﷺ-এর দয়া থেকে শিখুন। ৩৩৫
৩. অন্তরে দয়া বাড়ান। ৩৩৬
৪. সক্রিয় হোন। ৩৩৬
৫. কুরআনের জন্য অন্তরকে উন্মুক্ত করুন। ৩৩৬
৬. অন্তর দয়ায় পূর্ণ হোক। ৩৩৭

মালিকুল মুলক। ৩৩৮

সম্রাট, শাসক, সাম্রাজ্যের অধিপতি ৩৩৮
বিচারদিনের প্রভু ৩৩৯
১. শেষ দিবসকে স্মরণে রাখা। ৩৩৯
২. এই বিরাট সাম্রাজ্য নিয়ে ভাবুন। ৩৪০
৩. মালিকুল মুলকের কাছে চান। ৩৪০
৪. নিজেকে আন্দোলিত করুন। ৩৪১
৫. দায়িত্ববান হোন। ৩৪১
৬. উত্তম নেতা হোন। ৩৪২

যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ৩৪৩

ঔদার্য ও ঐশ্বর্যের মালিক, মহানুভবতা ও আভিজাত্যের অধিপতি ৩৪৩
আল্লাহ ﷻ-এর মহাসম্মানিত মুখমণ্ডল ৩৪৪

১. আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করুন। ৩৪৪
২. প্রত্যেকে সালাতের পর যুলজালালি ৩৪৫
৩. উদার হোন। ৩৪৫
৪. মূল উৎস চিনে নিন। ৩৪৬
৫. যুলজালালি ওয়াল ইকরামের কাছে চান। ৩৪৬

আল-জামি। ৩৪৭

যিনি একত্রিত করেন, জুড়ে দেন, একত্র করেন ৩৪৭
পুনর্মিলন দিবস ৩৪৮
১. কিয়ামতের দিনকে স্মরণ রাখুন। ৩৪৯
২. আল-জামির ছায়ায় আশ্রয় নেবার চেষ্টা করুন। ৩৪৯
৩. জুমুআর দিনের আদব। ৩৫০

আল-গনী ৩৫২

স্বাধীন, সম্পদশালী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ৩৫২
সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই ৩৫৩
১. সম্পদের ধোঁকায় পড়বেন না। ৩৫৩
২. আল-গনীকে ধন্যবাদ দিন। ৩৫৪
৩. পরিতুষ্ট থাকুন। ৩৫৪
৪. প্রয়োজন ছাড়া অন্যের কাছে চাইবেন না। ৩৫৪
৫. আল-গনীর কাছে চান। ৩৫৫

আন-নূর ৩৫৭

জ্যোতি : যিনি উদ্ভাসিত করেন, আলোকিত করেন ৩৫৭
আলোর মর্ম ৩৫৮
একটি নান্দনিক উপমা। ৩৫৮
১. সাফল্যের মন্ত্র জানুন। ৩৫৯
২. সেই জ্যোতি পাবার চেষ্টা করুন। ৩৫৯
৩. অধিক পরিমাণে নেক আমল করুন। ৩৬০
৪. কিয়ামত দিবসের আলো। ৩৬০
৫. কৃতজ্ঞ হোন। ৩৬০

আল-হাদী ৩৬২

যিনি পথ দেখান, সরল রাস্তা প্রদর্শন করেন ৩৬২
চার প্রকারের হেদায়াত ৩৬৩
১. ক্রমাগত হেদায়াতের দুআ করতে থাকা। ৩৬৪
২. উপলব্ধির সাথে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
'ইহদিনাস সিরাত্বল মুসতাক্বীম' পড়ুন। ৩৬৪
৩. প্রত্যেক বিষয়ে সঠিক পথ চান। ৩৬৫
৪. কৃতজ্ঞ হোন ও সৎকর্ম বাড়িয়ে দিন। ৩৬৫
৫. অন্যকেও সঠিক পথের দিকে আহ্বান করুন। ৩৬৬
৬. হেদায়াত প্রার্থনা করুন। ৩৬৬

আল-বাদী' ৩৬৮

অনুপম প্রবর্তক, চমৎকার সৃজনকর্তা ও উদ্ভাবক ৩৬৮
বিদআত : দ্বীনে নবোদ্ভাবন ৩৬৯
১. দ্বীনে উদ্ভাবন থেকে বিরত থাকুন। ৩৭০
২. নবীজি ﷺ-এর অনুসরণ করুন। ৩৭০
৩. সুন্নাহ জাগ্রত করুন। ৩৭০
৫. যথাযথভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করুন। ৩৭১

আল-ওয়ারিছ ৩৭২

উত্তরাধিকারী, পরম অধীশ্বর ৩৭২
কুরআনে উত্তরাধিকার আইন ৩৭৩
১. আমরা সবাই আল-ওয়ারিছের নিকট ফিরে যাব। ৩৭৩
২. 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলুন। ৩৭৪
৩. প্রকৃত মালিকানা উপলব্ধি করুন। ৩৭৪
৪. কুরআন-সুন্নাহর উত্তরাধিকার বিধান মেনে চলুন। ৩৭৪

আল-হামিদ ৩৭৬

প্রশংসার্হ, প্রশংসার যোগ্য ৩৭৬
১. আলহামদুলিল্লাহর ফযীলত। ৩৭৮

২. বেশি করে আলহামদুলিল্লাহ বলুন ও উপলব্ধি করুন। ৩৭৮
৩. নিয়ামতধন্য হলে প্রশংসা করুন। ৩৭৯
৪. সকল কিছুই কল্যাণের জন্য ঘটে। ৩৭৯
৫. হামদের সুন্নাহ জাগ্রত করুন। ৩৭৯

কুইজ ৩৮১
কুইজের উত্তরসমূহঃ ৩৮৪

আর-রব ৩৮৫

মালিক, অধিপতি, সৃষ্টিকর্তা ও পরিচর্যাকারী ৩৮৫
প্রভুত্বের তাওহীদ ৩৮৬
১. 'রব্বুল আলামীন' বলার সময় উপলব্ধি করুন। ৩৮৭
২. 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' হোক বেঁচে থাকার মর্ম। ৩৮৮
৩. কুরআনের 'রব্বানা'-সংবলিত দুআগুলো ব্যবহার করুন। ৩৮৮
৪. ইয়াতীমের প্রতি যত্নবান হোন। ৩৮৯
৫. আল্লাহ ﷻ-এর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করুন। ৩৮৯

আল-জামিল ৩৯১

সুন্দরতম, সৌন্দর্যের উৎস ৩৯১
আল্লাহ ﷻ-এর সৌন্দর্য ৩৯২
১. নিজের বেশভূষাকে উন্নত করে। ৩৯৩
২. অন্তরের সৌন্দর্য হাসিলের প্রচেষ্টা করুন। ৩৯৪
৩. সৌন্দর্যের পরীক্ষা থেকে সতর্ক থাকা। ৩৯৪
৪. চক্ষু অবনমিত রাখা। ৩৯৪
৫. আল্লাহ ﷻ-এর সৌন্দর্যের প্রতি ব্যাকুলতা বাড়ানো। ৩৯৫
৬. আল-জামিলের নিকট দুআ করুন। ৩৯৬

আল-মাওলা ৩৯৮

প্রভু, পৃষ্ঠপোষক, দাতা ও সাহায্যকারী ৩৯৮
কুরআনের সুন্দর একটি বাক্যাংশ ৩৯৯
১. 'আল-মাওলা' নাম ধরে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকা ৪০০

২. আওলিয়ার কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করুন।..... ৪০০
৩. ঈমানের সম্পর্ক রক্তের বন্ধনের চাইতেও গাঢ়।..... ৪০১
৪. সাহায্যকারী হোন।..... ৪০১
৫. আল্লাহ ﷻ-এর মধুর এই নামটি দিয়ে তাঁকে স্মরণ করুন। ৪০২

আন-নাসির ৪০৩

সাহায্যকারী, যিনি সমর্থন ও প্রতিরক্ষা করেন ৪০৩
বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য..... ৪০৪
১. আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় সাহায্য করা।..... ৪০৫
২. মুসলিম ভাই ও বোনদের সহায়তা করুন।..... ৪০৬
৩. অলস হবেন না।..... ৪০৬
৪. সাহায্য কেবল আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকেই আসে।..... ৪০৭
৫. জীবন হোক 'সূরা নাসর'-ময়। ৪০৭

আল-গালিব ৪০৯

বিজয়ী, কর্তৃত্বপূর্ণ ও আধিপত্যশীল ৪০৯
সকল প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে..... ৪১০
১. দৃঢ় ঈমান।..... ৪১১
২. সত্যকে আঁকড়ে ধরুন।..... ৪১১
৩. অতীত থেকে শিক্ষা নিন।..... ৪১২
৪. গুনাহকে নিজের ওপর প্রাধান্য পেতে দেবেন না।..... ৪১৩
৫. বিজয়কে আপনার নিজের কৃতিত্ব মনে করবেন না। ৪১৪
৬. ধোঁকায় পড়বেন না।..... ৪১৪
৭. আল-গালিবের কাছে দুআ করুন। ৪১৫

আল-ক্বরীব ৪১৬

নিকটবর্তী, ঘনিষ্ঠ সত্তা..... ৪১৬
নৈকট্যের ধরন..... ৪১৭
দুটি উৎসাহব্যঞ্জক বর্ণনা ৪১৮
১. আল-ক্বরীবের জন্য অন্তরকে খালি করা।..... ৪১৮

২. আল্লাহ ﷻ-এর আহ্বানে সাড়া দিন। ৪১৯
৩. নিজের গুনাহর ব্যাপারে লজ্জিত হোন। ৪১৯
৪. আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্য নিকটবর্তী এটা বিশ্বাস করা। ৪২০
৫. কিয়ামত দিবস নিকটেই। ৪২০
৬. আল-মুকাররিবদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। ৪২১

আল-মুস্তাআন ৪২৩

যার সাহায্য চাওয়া হয় ৪২৩
আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ ৪২৪
১. 'আল্লাহু মুসতাআন' বলুন। ৪২৫
২. উপলব্ধি করুন। ৪২৬
৩. আগে তাঁর কাছে চান। ৪২৬
৪. একে অপরকে সাহায্য করুন। ৪২৭
৫. অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সংযত হোন। ৪২৭

আস-সাইয়্যিদ ৪২৯

পরম প্রভু, চূড়ান্ত কর্তা ৪২৯
আল্লাহ ﷻ-এর নামে মানুষকে ডাকা ৪৩০
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে 'সাইয়্যিদ' ডাকা ৪৩১
নবী ﷺ-এর দৃষ্টান্ত ৪৩১
১. আস-সাইয়্যিদকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া। ৪৩২
২. উত্তম নেতা হোন। ৪৩৩
৩. নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংগ্রাম করুন। ৪৩৪
৪. কর্তৃত্বপরায়ণদের মান্য করে চলুন। ৪৩৫

আল-আহাদ ৪৩৬

পরম এক, ঐক্য ৪৩৬
এক অবিস্মরণীয় প্রত্যাবর্তন ৪৩৭
১. শাহাদাহ বাক্য উপলব্ধি করুন। ৪৩৭
২. নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। ৪৩৮

৩. দিনভর শাহাদাহ বাক্য আওড়াতে থাকুন। ৪৩৯
৪. নিয়্যাতকে তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ করুন। ৪৩৯
৫. সূরা ইখলাসকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন। ৪৩৯

আল-সামাদ ৪৪১

চিরন্তন, চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থল, সকল প্রয়োজন পূরণকারী ৪৪১
আল্লাহ ﷻ-এর বর্ণনা ৪৪২
১. সূরা ইখলাস পাঠ করে অশেষ নেকী হাসিল করুন। ৪৪২
২. সূরা ইখলাস বুঝুন। ৪৪৩
৩. তাঁর ওপর নির্ভরতাকে বুঝুন। ৪৪৩
৪. তাঁকে ডাকুন। ৪৪৪
৫. আস-সামাদকে প্রত্যাশা করুন। ৪৪৪

আল-বিতর ৪৪৬

একক, বেজোড় ও অতুলনীয় ৪৪৬
ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিতরের দৃষ্টান্ত ৪৪৭
১. নিজেকে আল-বিতরের অনন্যতা মনে করিয়ে দিন। ৪৪৭
২. বিতর সালাত পড়ুন। ৪৪৮
৩. অনন্য হোন। ৪৪৮
৪. তাওহীদের মর্ম জানুন ও জীবন পরিচালনা করুন। ৪৪৯

আল-হাই ৪৫১

চিরস্থায়ী, চির অমর ৪৫১
নিখুঁত জীবন ৪৫২
১. চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন। ৪৫৩
২. নিজেকে ভালো কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। ৪৫৩
৩. সালাত শেষ ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পড়ুন। ৪৫৪
৪. আল-হাইয়্যুর কাছে যাচ্ঞা করুন। ৪৫৪
৫. আল-হাইয়ের মাঝেই নিজের প্রশান্তি খুঁজে নিন। ৪৫৫
৬. সর্বক্ষণ হেদায়াতের দুআ করুন। ৪৫৫

আল-ক্বইয়্যুম ৪৫৭

স্বপ্রতিষ্ঠিত, সর্বসংরক্ষক ৪৫৭
'ক্বিয়াম' এর ধারণা ৪৫৮
১. সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ৪৫৯
২. বেশি করে সূরা ইখলাস পড়ুন। ৪৫৯
৩. দরিদ্রের সহায়তা করুন। ৪৫৯
৪. নিজেকে বিনয়ী করুন। ৪৬০
৫. ইসলামের কাজে সাহায্য করুন। ৪৬১
৬. কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভাবুন। ৪৬১
৭. রাতের সালাত পড়ুন। ৪৬১

আল-হাইয়্যি ৪৬৩

লজ্জাশীল, পরিপূর্ণ শিষ্টাচারী ৪৬৩
নম্রতা : আল্লাহর নিয়ামত ৪৬৪
লজ্জাশীলতার পাঁচটি গুণ ৪৬৪
১. লজ্জাশীল হতে লজ্জাবোধ করবেন না। ৪৬৫
২. আল্লাহ ﷻ-এর সাথে হায়া। ৪৬৫
৩. সত্য বলতে ইতস্তত করবেন না। ৪৬৬
৪. আল-হাইয়্যির কাছে চান। ৪৬৬
৫. 'গীরাহ'-কে পুনর্জাগরিত করুন। ৪৬৭
৬. আওরাহকে যত্নের সাথে ঢেকে রাখুন। ৪৬৭
৭. ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নিন। ৪৬৮
৮. কাপড় খোলার সময় দুআ পড়ুন। ৪৬৯

আস সিত্তির ৪৭০

আবরণকারী, যিনি গোপন করেন ৪৭০
আল্লাহ ﷻ-এর সহনশীলতা ও লুক্কায়িত রাখা ৪৭১
১. নিজের গুনাহ নিজের কাছেই রাখুন। ৪৭১
২. অন্যের ত্রুটি উন্মোচন করবেন না। ৪৭২
৩. গোপনীয় কথা ফাঁস করবেন না। ৪৭৩

আত-তাইয়্যিব ৪৭৫

কল্যাণময়, পবিত্র সত্তা ও সকল পবিত্রতার উৎস ৪৭৫
পরিপূর্ণ মঙ্গলময় বাক্য ৪৭৬
মুমিনদের জন্য 'তুবা' ৪৭৬
১. উত্তম কথা বলুন। ৪৭৭
২. পবিত্র খাবার ভক্ষণ করুন। ৪৭৮
৩. বৈধ উপার্জনের চেষ্টা করুন। ৪৭৮
৪. পবিত্র জিনিস দান করুন। ৪৭৯
৫. ফেরেশতাদেরকে প্রতিযোগিতায় ফেলে দিন। ৪৭৯
৬. নিজের সালাতকে উপলব্ধি করুন। ৪৭৯
৭. তাইয়্যিবিনদের অন্তর্ভুক্ত হোন। ৪৮০

আর-রফিক ৪৮১

সবচেয়ে নম্র, পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু ৪৮১
আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কোমলতা ৪৮২
রিফকের গুণ ৪৮৩
১. নম্র ও কোমল হোন। ৪৮৩
২. নেতিবাচকতার সাথে আচরণের সঠিক পদ্ধতি জেনে নিন। ৪৮৪
৩. ঋণগ্রস্তের ঋণের দায় মুক্ত করুন। ৪৮৫
৪. আল্লাহ ﷻ-এর করুণার কথা স্মরণ করুন। ৪৮৫
৫. পশুপাখির প্রতি দয়া। ৪৮৫

আল-জাওয়াদ ৪৮৭

মহানুভব, যিনি উদারহস্তে দিয়ে থাকেন ৪৮৭
দয়া ও মহানুভবতার সুন্দর নামসমূহ ৪৮৮
আল্লাহ ﷻ-এর মহত্ত্ব ৪৮৮
১. আল-জাওয়াদের কাছে চান। ৪৮৯
২. আল-জাওয়াদকে ধন্যবাদ দিন। ৪৮৯
৩. আল-জাওয়াদের জন্যই দান করুন। ৪৯১
৪. একনিষ্ঠ হোন। ৪৯১

৫. তাজবীদ সম্পর্কে জানুন। ৪৯২

আল-মুহসিন ৪৯৩

কল্যাণকামী, পরম কল্যাণের ধারক ৪৯৩
ইসলাম, ঈমান ও ইহসান ৪৯৪
১. ইহসান আনয়নের চেষ্টা করুন। ৪৯৬
২. 'উত্তম' কী তা জানার জন্য কুরআন অধ্যয়ন করুন। ৪৯৬
৩. আল্লাহ ﷻ-এর সিদ্ধান্তই হচ্ছে সর্বোত্তম। ৪৯৭
৪. আল-মুহসিনের কাছে চান। ৪৯৭
৫. আল্লাহ ﷻ-এর নামগুলো নিয়ে পড়াশোনা করুন। ৪৯৭

আশ-শাফি ৪৯৯

যিনি নিরাময় দেন, আরোগ্য দানকারী ৪৯৯
দু-ধরনের নিরাময় ৫০০
চিকিৎসা ও আল্লাহ ﷻ-এর ওপর তাওয়াক্কুল ৫০১
১. আল্লাহ ﷻ-ই প্রকৃত আরোগ্যকারী এই বিশ্বাস রাখুন। ৫০২
২. কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। ৫০২
৩. কুরআন-সুন্নাহর চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করুন। ৫০৩
৪. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান। ৫০৪
৫. অন্তর যাচাই করুন। ৫০৫

আল-কাফি ৫০৬

যথেষ্ট, যিনি সকল প্রয়োজন মেটান ৫০৬
আল-কাফি ও অন্যান্য নাম ৫০৭
১. দৃঢ় বিশ্বাস। ৫০৮
২. 'আপনিই হবেন সেদিন হিসাব গ্রহণকারী' সে দিনটি স্মরণ রাখুন। ৫০৮
৩. অতীত থেকে শিক্ষা নিন। ৫০৯
৪. অন্যের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করুন। ৫০৯
৫. এই নামের যিকির করুন। ৫১০

আল-কাফিল ৫১১

জামিনদাতা, নিশ্চয়তাদাতা, দায়িত্বশীল ও সাক্ষী ৫১১
আদম ﷺ-এর বংশধর থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল ৫১২
আল্লাহ ﷻ-ই জামিনদার হিসেবে যথেষ্ট ৫১৩
১. আল-কাফিলের সাথে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। ৫১৪
২. নিজের ওয়াদার ব্যাপারে সচেতন হোন। ৫১৪
৩. আল-কাফিলের ওপর নির্ভর করুন। ৫১৫
৪. চারটি স্বভাব থেকে সতর্ক থাকুন! ৫১৫

আল-আল্লাম ৫১৭

অদৃশ্যের জ্ঞানী ৫১৮
১. জ্ঞানার্জনের জন্য চেষ্টা করা। ৫১৯
২. উপকারী জ্ঞানার্জনের ফযীলত জানুন। ৫১৯
৩. জ্ঞান ছড়িয়ে দিন। ৫২০
৪. মানসিকভাবে দৃঢ় হোন। ৫২০
৫. জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে যান। ৫২১

আল-মুহিত ৫২২

সর্বপরিবেষ্টনকারী, সকল কিছুকে বেষ্টনকারী ও সর্ববিস্তৃত ৫২২
পরিবেষ্টনকারী জাহান্নাম ৫২৩
১. মানসিকভাবে শান্ত ও সতর্ক হোন। ৫২৪
২. নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করুন। ৫২৪
৩. গুনাহ যেন আপনাকে পরিবেষ্টন না করতে পারে। ৫২৫
৪. ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। ৫২৬

আল-মুবীন ৫২৮

স্পষ্ট, দৃশ্যমান, অতুলনীয় সত্তা ৫২৮
কুরআন হচ্ছে মুবীন ৫২৯
১. নিদর্শনের অনুসরণ করুন। ৫২৯
২. নিজ শত্রু সম্পর্কে জানুন। ৫৩০
৩. কখনোই গুনাহকে হালকা করে দেখবেন না। ৫৩১

৪. আপনার হিসাব নেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নিন।.....৫৩১
৫. আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব বুঝুন।.....৫৩৩

আল-মুকাদ্দিম ৫৩৪

যিনি সম্মুখে নিয়ে আসেন ও উন্নতি দেন, অগ্রগতিদানকারী.....৫৩৪
তাক্বদীমের ধরন.....৫৩৫
প্রগতির সংজ্ঞা ৫৩৫
১. তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি। ৫৩৬
২. প্রতিটি কাজেই নিয়্যাত করে নিন।.....৫৩৬
৩. প্রাধান্যদান।.....৫৩৭
৪. ক্ষমা প্রার্থনা করুন।.....৫৩৭
৫. সৎকর্মকে 'অগ্রে প্রেরণ' করুন। ৫৩৮
৬. পবিত্র অবস্থায় থাকুন ও অন্যকে টপকে যান।.....৫৩৮
৭. আল-মুকাদ্দিমের কাছে চান। ৫৩৯

আল-খবীর..... ৫৪০

আল্লাহ ﷻ-এর পরম সচেতনতা ও জ্ঞান.....৫৪০
১. স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুন। ৫৪১
২. আল-খবীর আপনাকে সব জানিয়ে দেবেন।.....৫৪১
৩. দুনিয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করুন।.....৫৪২
৪. গোপন আমল করুন।.....৫৪৩
৫. আল-খবীরের বিধানের অনুসরণ করুন।.....৫৪৪
৬. মানুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে ত্বরাপ্রবণ হবেন না।.....৫৪৪

আল-কাবিদ্ব, আল-বাসিত ৫৪৬

যিনি আটকে রাখেন, সংকোচনকারী এবং বর্ধিতকারী ও মুক্তহস্ত ৫৪৬
আমাদের জীবন-জীবিকা.....৫৪৮
অন্তরের সংকোচন ও প্রসারণ.....৫৪৮
বিশেষ উপহার.....৫৪৯
১. নিজের 'কাবদ্ব ও বাসত'-এর অবস্থা উপলব্ধি।.....৫৪৯

২. জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে ভাবুন।.....৫৫০
৩. প্রকৃতি নিয়ে ভাবুন।.....৫৫১
৪. অন্যের প্রসারণের কারণ হোন।.....৫৫১
৫. আল্লাহ ﷻ-এর নামে ঘুমাতে যান।.....৫৫২
৬. আল-কাবিদ্ব, আল-বাসিতের কাছে অন্তরের হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা করুন। ৫৫৩

আল-ফাতির.....৫৫৪

বড় অনুগ্রহ.....৫৫৪
১. আন্তরিকভাবে আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উপলব্ধি করুন।৫৫৫
২. ইসলাম যে কত বড় নিয়ামত তা উপলব্ধি করুন।.....৫৫৬
৩. মূল উৎস থেকে ভালোবাসা ও নিরাপত্তা চান।.....৫৫৭
৪. আল-ফাতিরকে আহ্বান করুন।.....৫৫৭

আল-বাতিন.....৫৫৯

গোপনীয় ও ঘনিষ্ঠ, সকল সুপ্ত ও রহস্যময় বিষয়ে জ্ঞাত.....৫৫৯
মূসা ﷺ-এর প্রশ্ন.....৫৬০
১. আল-বাতিনের মাঝেই নিজের স্বস্তি খুঁজে নিন।.....৫৬১
২. ভেতর ও বাহিরে সৎ থাকুন।.....৫৬১
৩. আল-বাতিনকে তাঁর নিদর্শনের মাধ্যমে স্মরণ করুন।.....৫৬৩
৪. গুনাহ গোপন রাখুন।.....৫৬৩

আস-সুব্বূহ.....৫৬৪

পরিপূর্ণ, যিনি প্রশংসিত ও ব্যাপকভাবে যাঁর স্তুতি বর্ণনা করা হয়.....৫৬৪
আল্লাহ ﷻ-এর চরম পূর্ণাঙ্গতা.....৫৬৫
সৃষ্টির তাসবীহ.....৫৬৬
১. সর্বদা আল্লাহ ﷻ-এর স্তুতিবর্ণনার অবস্থায় থাকুন।.....৫৬৭
২. অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সামগ্রিক চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।.....৫৬৮
৩. সালাতে তাসবীহ উপলব্ধি করুন।.....৫৭০
৪. কুরআন তিলাওয়াতের সময়.....৫৭০

৫. আপনার কর্মতালিকায় সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। ৫৭১
৬. বিস্ময়বোধ করলে সুবহানাল্লাহ পাঠ করে সুন্নাহ জাগ্রত করুন।.....৫৭২

আত-তাওয়াব ৫৭৩

অতীব অনুগ্রহশীল, যিনি তাওবা কবুল করেন.....৫৭৩
আত-তাওয়াব ও আর-রহীম : চমৎকার মিল.....৫৭৪
আল্লাহ ﷻ-এর আকাঙ্ক্ষা ও খুশি.....৫৭৫
সৌভাগ্যশালী বিনিময়.....৫৭৫
১. একনিষ্ঠভাবে তাওবা করুন। ৫৭৭
২. তাওবার সালাত পড়ে সুন্নাহ জাগ্রত করুন। ৫৭৭
৩. অন্যের ক্ষমা গ্রহণ করুন।.....৫৭৮
৪. আত-তাওয়াবকে চিনুন।.....৫৭৮
৫. দিনের মধ্যে একাধিকবার তাওবা করুন। ৫৭৯
৬. ওযুর পরে দুআ।.....৫৭৯
৭. সাক্ষাৎ করুন, শুভেচ্ছা জানান ও দুআ করুন।.....৫৮০
৮. আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চান।.....৫৮০

কুইজ.....৫৮২
কুইজের উত্তরসমূহ:.....৫৮৫

اَللّٰهُ

আল্লাহ

একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত; তিনিই পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।"
[সূরা হাশর, ৫৯ : ২২]

আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম হিসেবে কুরআনে ২৬৯৯ বার 'আল্লাহ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। 'আল্লাহ' ﷻ সমস্ত পরিপূর্ণতার অধিকারী সত্তা। তিনি মানব কল্পনার সর্বোচ্চ মাত্রায় সেরা এবং মহান গুণাবলির অধিকারী!

ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র উপাস্য, আসমানী গুণাবলির অধিকারী অনন্য সত্তা।

'আল্লাহ' শব্দের মূল ধাতু 'হামযা-লাম-হা'। এই শব্দ এমন সত্তাকে বুঝায়, পুরো সৃষ্টিজগৎ যাঁর দাসত্বের অধীন। যে সত্তার উপাসনা ও আরাধনা করা হয় এবং যিনি সমস্ত ঐশী গুণাবলির অধিকারী।

এই 'আল্লাহ' শব্দের মূলধাতুটি ২৮৫১ বার আলাদা তিনটি ধরনে কুরআনে এসেছে। এই ধরনগুলোর উদাহরণ হচ্ছে : ইলাহা (উপাস্য/মাবুদ), আল্লাহু (আল্লাহ) এবং আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ)।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'আল্লাহ' শব্দটি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার নাম—এটি কোনো কিছুর থেকে উদ্ভূত নয় এবং 'আল' এর থেকে অবিচ্ছেদ্য। আল-ইলাহ (উপাস্য/মাবুদ) শব্দটি 'আল্লাহ' শব্দ থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক। 'আল্লাহ' শব্দটি অনন্য একটি শব্দ। শব্দটি সৃষ্টিকর্তার সত্তাগত ও ব্যক্তিগত নাম। এই নামটি সৃষ্টিকর্তার অন্যান্য সকল ঐশী নাম ও পরিপূর্ণতার সকল গুণাবলিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ ﷻ নিজের সম্পর্কে বলেন,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তিনিই আল্লাহ; স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতি দানকারী। তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা হাশর, ৫৯ : ২৪]

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

"(তিনিই) আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা ত্বহা, ২০ : ৮]

ইবাদাত : ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সংমিশ্রণ

'আবাদা' শব্দটি 'আইন-বা-দাল' মূলধাতু থেকে নির্গত—ক্রিয়াপদটির অর্থ 'ইবাদাত করা'। কিন্তু ইবাদাত বলতে কী বোঝায়? ইবাদাত হলো ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সংমিশ্রণ; আনুগত্যবিহীন ভালোবাসা ইবাদাত নয় এবং ভালোবাসা ছাড়া আনুগত্যও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কে মানবজাতির সর্বোচ্চ ভালোবাসা এবং আনুগত্য লাভের উপযুক্ত? তিনি একমাত্র আল্লাহ ﷻ। তিনি নিখুঁত সৃষ্টিকর্তা। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, সাত আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই। সুতরাং আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নয়। আর তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্য করার উপায় হলো তাঁর পাঠানো আসমানী কিতাব কুরআন মাজিদ থেকে তাঁকে জানা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহ হতে তাঁকে চেনা।

সর্বাধিক সুন্দর নাম এবং বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহ ﷻ-এর সমস্ত নাম 'হুসনা' বা সুন্দরতম। তিনি বলেন,

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "...

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮০]

'হুসনা' বলতে সর্বাধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং এমন প্রত্যেকটি নাম ও বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা সবদিক থেকে পরিপূর্ণতার গুণ ধারণ করে।

কেবল 'আল্লাহ' নামটিই আল্লাহ ﷻ-এর নিরেট নাম, আর বাকি সবই তাঁর ঐশী সিফাত বা গুণাবলি। আযানে সবার আগের এবং শেষের নামটি হচ্ছে 'আল্লাহ'। সালাতের প্রথম শব্দটি হলো 'আল্লাহ' এবং সালাতে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি আসে সেটিও 'আল্লাহ'। পাশাপাশি আমাদের জীবনের সূচনাও হয় আল্লাহ ﷻ-এর নাম (আযান) দিয়ে এবং আমাদের জীবনের শেষও হওয়া উচিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ﷻ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই' বলে।

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব?

১. আল্লাহ ﷻ-এর ওপর বিশ্বাস রাখুন।

ইসলাম মানে পাঁচটি রুকনের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আপনার আত্মসমর্পণ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমাদানে সিয়াম পালন করা, আল্লাহ ﷻ-এর ঘরে হজ্জ করা, নিজ সম্পদের যাকাত দেয়া—এগুলো হচ্ছে ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে শাহাদাহ, যার মানে আল্লাহ ﷻ-এর অস্তিত্ব এবং একত্বে বিশ্বাস করা এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া। ফেরেশতাদের বিশ্বাস করা, আল্লাহ ﷻ-এর পাঠানো কিতাবসমূহ, তাঁর নবী-রাসূলগণ, মৃত্যু-পরবর্তী আখিরাতের জীবন এবং তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আপনার ঈমানকে নবায়ন করুন এবং মনে রাখুন যে, আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে কেবল তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি আপনাকে আশ্বস্ত করছেন যে, তিনিই আপনার সমস্ত বিষয়াবলির একমাত্র নিয়ন্ত্রক এবং আপনার সবচেয়ে আপনজন।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"...আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনি হতেও অধিক কাছে।" [সূরা ক্বফ, ৫০ : ১৬]

২. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন এবং তা অনুভব করুন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

> "অতএব জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।" [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯]

> আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় সত্যিই কি তা অনুভব করেন? এই ঘোষণাই আপনাকে ইসলামের নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টন করেছে এবং আপনার স্রষ্টাই আপনাকে এই পৃথিবীর অন্য অনেকের থেকে স্বতন্ত্র করেছেন এবং যারা স্বেচ্ছায় এটি উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নবী ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দুআ হলো 'আলহামদুলিল্লাহ'।" [তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ]

আপনি সালাতে যতবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন অথবা সালাতের বাইরে যখনই স্মরণ করুন, এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন এবং অন্তরের গভীর থেকে বেশি বেশি বলুন!

৩. বিসমিল্লাহ বলুন।

> নবী ﷺ বলেন, "যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহ ﷻ-এর নামে শুরু করা হয়নি, তা বরকতশূন্য।" [সুনান নাসাঈ]

আপনি যখন বিসমিল্লাহ বা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলেন, এটা আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। কারণ আপনি তাঁকে ডাকছেন। কোনো কিছুর শুরুতে আপনার বিসমিল্লাহ বলার মানে আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে আল্লাহ ﷻ-এর রহমত এবং সাহায্য কামনা করছেন।

'বিসমিল্লাহ' বলা নিজের অভ্যাস করে নিন এবং আপনার সন্তানদেরও এটি শিক্ষা দিন। আপনি যদি তাদেরকে বিসমিল্লাহ বলা শেখান আর তারা যদি জীবনভর এর চর্চা করে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনি তার পুরস্কার পেতে থাকবেন। এটার চর্চা আপনাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। কেননা আল্লাহ ﷻ-এর নাম বলে আপনি কীভাবে কোনো অন্যায় কাজ শুরু করতে পারেন? সুতরাং খাওয়া, পান করা, জামাকাপড় পরিধান করা, ভ্রমণ করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে বিসমিল্লাহ বলুন এবং এটিকে আপনার সবচেয়ে ফলপ্রসূ অভ্যাসে পরিণত করুন।

৪. তাঁর অভিমুখী হোন।

> আল্লাহ ﷻ একটি হাদীসে কুদসীতে নিজের সাথে তাঁর মুমিন বান্দাদের সুন্দর ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন, "হে আদমসন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদমসন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে থাকে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো; আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদমসন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে আমি তোমার পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করে দেবো।" [তিরমিযী]

আপনার সুদিনে, দুর্দিনে সকল অবস্থায় আল্লাহ ﷻ-এর দিকে মনোযোগী হোন—এতে আপনি অন্তরে যে সুখ ও প্রশান্তি অনুভব করবেন, তা অন্য আর কিছুতেই খুঁজে পাবেন না।

হে আল্লাহ! আমরা জানি যে, আপনিই একমাত্র স্রষ্টা এবং আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি আমাদেরকে আপনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে সাহায্য করুন এবং সেই বিশ্বাসের আলোকবর্তিকায় আপনার সন্তোষজনক কাজ করার মাধ্যমে জীবনযাপন করার তাওফীক দিন। আর যারা আপনাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সব সময় আপনার অভিমুখী রাখুন। আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি আপনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা জান্নাতে আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হবে! আমীন।

আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন।

اَلرَّحْمٰنُ

আর-রহমান

পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।" [সূরা হাশর, ৫৯ : ২২]

আল্লাহ ﷻ নিজেকে কুরআনে ৫৫ বার আর-রহমান বা পরম করুণাময়, অত্যন্ত দয়ালু বলে উল্লেখ করেছেন। আর-রহমান হলেন সেই সত্তা, যাঁর গভীর এবং পরিপূর্ণ দয়া পুরো সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করে আছে! পরম করুণাময়, সর্বাধিক ভালোবাসাপূর্ণ অনুগ্রহশীল সত্তা।

'রহমান' শব্দটি 'রা-হা-মীম' মূল থেকে এসেছে, যা চারটি মূল অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে : ১. নম্রতা ও ভালোবাসা; ২. দয়া; ৩. অনুগ্রহ করা; ৪. কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু বিদ্যমান থাকা।

এই শব্দমূলটি কুরআনে ৯টি ধরনে ৩৩৯ বার উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন : রহিমা (অনুগ্রহ করেছেন), আল-আরহাম (গর্ভ) এবং রহমাতান (দয়া)।

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে (শেষে 'আন' থাকার কারণে) 'রহমান' শব্দটি আধিক্য প্রদর্শন করে। যেমন : 'গাদ্বাবান' মানে চরম রাগান্বিত। আর-রহমান শব্দটি আল্লাহ ﷻ-এর করুণার আধিক্য, প্রাচুর্য, আর বিশালতার দিকে ইঙ্গিত করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ থেকে তাঁর অনুগ্রহের গুণ অবিচ্ছেদ্য।

আল্লাহ ﷻ প্রথমে তাঁর স্বতন্ত্র নাম 'আল্লাহ' উল্লেখ করেছেন যা একমাত্র তাঁর জন্যই প্রযোজ্য এবং এর পরপরই 'আর-রহমান' নামটি বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কারও ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

"বলো দাও, তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাকো অথবা 'রহমান' নামে ডাকো, যে নামেই ডাকো না কেন, সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই। তুমি নিজের নামায বেশি উঁচু স্বরে পড়বে না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে।" [সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১১০] (তাফসীরে ইবনু কাছীর দ্রষ্টব্য)

আর-রহমান নিজের সম্পর্কে বলেন,

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

"(এ গ্রন্থ) পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২]

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

"সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া আর কারও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না।" [সূরা ত্বহা, ২০ : ১০৯]

আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ

আর-রহমান তথা আল্লাহ ﷻ-এর দয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ ﷻ রহমতকে এক শ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ পাঠিয়েছেন। ঐ এক ভাগ পাওয়ার কারণেই সৃষ্টিজগতের প্রাণিকুল একে অপরের প্রতি দয়া করে। এমনকি পশু তার শাবকের ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয় এই আশঙ্কায় যে, সে ব্যথা পাবে।" [সহীহ বুখারী]

অবাক করা ব্যাপার হলো যে, অবশিষ্ট ৯৯ ভাগ রহমত প্রকাশ পাওয়া বাকি, যা আল্লাহ ﷻ তাঁর নিজের কাছেই রেখেছেন। আর আমরা কখনোই নিজেদের সৎকর্মের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না, শুধু আল্লাহ ﷻ-এর রহমতেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হব।

নবী ﷺ বলেছেন, "যখন আল্লাহ ﷻ সমস্ত মাখলূকাত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তাঁর আরশের ওপর রক্ষিত সেই কিতাবে লিখে দিলেন, নিঃসন্দেহে আমার দয়া আমার ক্রোধকে পরাজিত করেছে।" [সহীহ বুখারী]

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব?

১. কখনো হতাশ হবেন না।

আপনি যত পাপই করেন না কেন, আর-রহমানের দিকে ফিরে এলে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। প্রতিটি ভুল বা পাপ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হওয়ার ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ! আপনি যে পাপই করেন না কেন, আর-রহমানের নামের উসিলা ধরে তাঁকে ডাকুন এবং নিজেকে কুরআনের সবচেয়ে আশা জাগানিয়া আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩]

২. অন্যদের প্রতি সদয় হোন।

আপনি আর-রহমানের দয়া ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করলে কেবল দরিদ্র-অভাবগ্রস্তদেরই দয়া করবেন তা নয়; বরং নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতিও দয়াশীল হবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ﷻ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।" [সহীহ বুখারী]

অন্যের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে নবীজি ﷺ একটি সহজ সূত্র দিয়েছেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' [সহীহ মুসলিম]

اَلْحَقُّ

আল-হক

পরম সত্য।

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

"অতএব তিনিই হচ্ছেন তোমাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ। আর সত্য প্রকাশের পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকতে পারে? সুতরাং, (এই সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিচ্যুত হচ্ছ?" [সূরা ইউনুস, ১০ : ৩২]

আল্লাহ ﷻ কুরআনে নিজেকে ৯ বার আল-হক বা পরম সত্য, চূড়ান্ত বাস্তবতা বলে উল্লেখ করেছেন। আল-হক যিনি নিজেই সত্য এবং সত্যতা তাঁর গুণ। তাঁর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কোনো কিছুই তিনি ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না, হয়নিও।

তাঁর কথা সত্য। তাঁর সাথে আগত সাক্ষাৎ সত্য। তিনি নিজেই সত্য। তাঁর রাসূলরা সত্য। তাঁর অবতীর্ণ কিতাবাদি সত্য। তাঁর মনোনীত ধর্ম সত্য। শরীকবিহীন কেবল তাঁর ইবাদাত সত্য। তাঁর সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত সকল কিছুই সত্য। [তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিল মান্নান, শায়খ আব্দুর রহমান আস-সাদী]

সত্য, বাস্তব, ন্যায়নিষ্ঠ ও সঠিক

'হা-ক্বফ-ক্বফ' উৎসমূল থেকে 'হক' শব্দটি এসেছে, মৌলিকভাবে এর চারটি অর্থ হয় : ১. সত্য, অকৃত্রিম, সারগর্ভ ও প্রকৃত হওয়া; ২. যথার্থ এবং প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে উপযোগী হওয়া; ৩. বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, অনস্বীকার্য হওয়া, নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া; ৪. সংগতিপূর্ণ ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী মানানসই

হওয়া। কুরআনে এই উৎসমূলটি সাতটি উৎসারিত রূপে মোট ২৮৭ বার এসেছে। যেমন : হাক্কা (প্রমাণিত সত্য), আহাক্কু (অধিক সত্য), আল-হক (সত্য) ও আল-হাক্কাতু (নিশ্চিত বাস্তবতা)।

সত্য এক ধরনের গুণ। সত্যকে বাস্তবে রূপদান করাই হলো ন্যায়। আল-হক বলতে এমন এক সত্তাকে বোঝায় যিনি প্রতিটি পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর অস্তিত্ব অনিবার্য এবং তাঁর সত্তা অবশ্যম্ভাবী। সকল সত্যের প্রকৃত উৎস আল-হক। আল-হক নিজেই বলছেন,

الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে (এসেছে)। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।" [সূরা কাহফ, ১৮ : ২৯]

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

"অতএব সত্যের পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকতে পারে?" [সূরা ইউনুস, ১০ : ৩২]

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"বলো, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা অবলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো অবলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" [সূরা ইসরা, ১৭ : ৮১]

পরম বাস্তবতার সূরা

'সূরা হাক্কাহ' বা 'অনিবার্য সত্য' সূরাটিতে নিশ্চিত সত্য কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে আগত পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসের আলোচনা এসেছে, যা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। এরপর সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল-হক আল্লাহ ﷻ বলছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। সেদিন কোনো কিছুই আর গুপ্ত থাকবে না। প্রত্যেকের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। সত্যের জন্য ও সত্যের পক্ষে যারা কাজ করেছিল তারা ওই জগতে অনন্ত সুখের স্থান জান্নাত পাবে। অন্যদিকে যারা আল্লাহর অধিকার চিনে নিতে পারেনি, সত্য অস্বীকার করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পরম সত্য বাণী আল কুরআন এই ধরিত্রীতে এসেছে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে।

এই কুরআন সত্য, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক। যারা একে অস্বীকার করবে তা তাদের জন্য গভীর অনুতাপ ও আফসোসের কারণ হবে।

এ সূরার আয়াতগুলো উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর মনে গভীর দাগ কেটেছিল, যার দরুন তিনি পরবর্তী সময় মুসলিম হয়েছিলেন।

আমাদের জীবনে কীভাবে এই নামের প্রতিফলন ঘটাব?

১. সত্যবাদী হোন।

সত্যবাদী হওয়া মানে কেবল সত্য কথা বলা নয়। সত্যবাদী হওয়া মানে সকল কাজে সততা বজায় রাখা। এর অর্থ হচ্ছে আপনি কখনোই সত্য লুকাতে পারেন না। এ কারণে সর্বদা সত্য অনুযায়ীই চলতে হবে, যদি তা আপনার নিজ স্বার্থের বিপরীতও হয়। আল-হক আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলছেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

> "তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত কোরো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কোরো না।" [সূরা বাকারাহ, ২ : ৪২]

নবী ﷺ আস-সাদিকুল আমীন বা সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলে সুপরিচিত ছিলেন। কথায় ও কাজে সৎ থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি।

২. অন্যকে সত্য বলার উপদেশ দেওয়া।

সত্য কথা বলা, নিজের লেনদেন ও আচরণে সৎ থাকা—এতটুকুই সর্বশেষ সীমা নয়। আল্লাহ সূরা আসরের মাঝে এই স্বর্ণালি সূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

> "তবে তারা (ক্ষতিগ্রস্ত) নয়; যারা (সত্যে) বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্য গ্রহণের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।" [সূরা আসর, ১০৩ : ৩]

আমাদের মাঝে অনেকেই এ রকম আছে যারা অন্যকে সত্য অন্বেষণে কিংবা সত্যের পথে দাঁড়াতে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা দেওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা রাখি না। অনেক সময় এমন হয় আপনি কারও মনে আঘাত দিতে চান না এ কারণে অনেক সত্য কথা বলা কিংবা সঠিক উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এ রকমটা হলে পুনরায় ভাবুন। প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে সত্য উপদেশ দেওয়া আপনার মুসলিম ভাই কিংবা

বোনের অধিকার, যা পরম সত্য আল্লাহ ﷻ-এর স্বার্থে একে অপরকে ভালোবাসার অন্যতম শর্ত।

৩. কঠিন সময়ে তাঁর ওয়াদা স্মরণ রাখুন।

আল্লাহ ﷻ-এর ওয়াদা সত্য এবং এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সময় স্বস্তির অনুভূতি প্রদান করে। সত্যের পক্ষে অবিচল থাকা অনেক সময় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে তোলে। তবে আল্লাহ কঠিনের পর সহজ, দুঃখের পর সুখের ওয়াদা করেছেন।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।" [সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান সম্পর্কে জানুন এবং সত্যের পথে অবিচল থাকুন। নিশ্চয়ই আল-হক পরম সত্য ও ন্যায়ানুগ। কুরাইশরা নবী ﷺ-কে অর্থ ও শক্তির প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা পাত্তা না দিয়ে সত্যের পক্ষে অবিচল ছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর পর তিনিই মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, যেই মক্কা থেকে তিনি একদিন বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৪. আল-হকের কাছে যাচঞা করুন।

সত্য চেনাই যথেষ্ট নয়, এর ওপর আমল করাও একান্ত জরুরি। একই কথা মন্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মন্দ কেবল চিনলেই হয় না, মন্দকে সচেতনভাবে বর্জনও করতে হয়। একজন মুমিনের জন্য জ্ঞান মানেই তা কর্মে প্রয়োগ। নিচের এই সুন্দর দুআটির ব্যাপারে অভিনিবেশ করুন।

اللَّهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়ারঝুকনা ইত্তিবাআহু, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়ারঝুকনা ইজতিনাবাহু।

হে আল্লাহ! আমাদের কাছে সত্যকে সত্য হিসেবেই স্পষ্ট করুন এবং তা অনুসরণের যোগ্য করে দিন। মিথ্যাকে মিথ্যার মতো করেই চিনিয়ে দিন এবং তা থেকে বিরত থাকার উপযোগী করে তুলুন।

৭. সাক্ষাৎ করুন, শুভেচ্ছা জানান ও দুআ করুন।

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে, অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় এবং ওঠার আগে পাঠ করে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা-ইলাহা-ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা

হে আল্লাহ! আপনি সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার ক্ষমা চাই এবং আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, ঐ মজলিসে যা সে (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে গুনাহ) করেছে।" [আত-তিরমিযী]

কোনো বন্ধু বা জীবনসঙ্গীর সাথে একত্রে পানাহারের জন্য বসাও মজলিস। দুআটি মুখস্থ করে নিন। যথাসময়ে পাঠ করুন ও অন্যকে শেখান।

এই দুআটিও পড়তে পারেন। ইবনু উমার ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মজলিসে ১০০ বার পড়েছেন, আমরা গণনা করেছি :

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

রব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইকা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম।

হে আমার প্রভু! আমাকে মাফ করে দিন, আমার তাওবা কবুল করে নিন, আপনি তো তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। [ইবনু মাজাহ]

৮. আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চান।

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চান এমন অবস্থায় যেন আপনি সর্বদা সচেতন থাকেন যে, আপনার তাওবা করা প্রয়োজন। গুনাহ করার পর কারও কারও অন্তর অস্থির হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ তাদের গুনাহর বিশালত্ব বুঝতে পারে না, উল্টো তারা গুনাহকে উপভোগ করে। যেমন : অনর্থক আড্ডাবাজি, গীবত ও মিথ্যা। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে এমন এক অন্তর চেয়ে দুআ করুন যা গুনাহ করার পর অস্থির হয়ে পড়ে। 'আওয়াব' হলো এমন ব্যক্তি যে নিরন্তর আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাওবা করতে

থাকে। তাই আল্লাহ ﷻ-এর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, যতদিন না আপনি আপনার চূড়ান্ত পরিণতি প্রত্যক্ষ করছেন।

হে আল্লাহ, আত-তাওয়াব! আমরা জানি যে, আপনি সদা করুণায় ভরপুর হয়ে নিজ দয়া ও প্রজ্ঞা নিয়ে আমাদের অভিমুখী হয়ে থাকেন। তাই আমাদের অন্তরকে নম্র করে দিন, যেন আমরা বারবার আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। অধিক পরিমাণ তাওবা করতে পারি। আমাদেরকে তাওয়াবীনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। একনিষ্ঠ তাওবা নসীব করুন। আমাদের তাওবা কবুল করে নিন এবং অন্যের ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করে নেওয়ার পথে আমাদেরকে সাহায্য করুন। বিনা হিসাবে সর্বোচ্চ জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

১১ । এই নামটি দ্বারা একক ও বেজোড়সংখ্যক হওয়া বোঝায়। এর উৎসমূল 'ওয়াও-তা-রা'। এই নামটি কেবল সুন্নাহতেই পাওয়া যায়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১২ । এই নামটি চিরন্তন অর্থ প্রকাশ করে। এর উৎসমূল 'হা-ইয়া-ইয়া'। বেশির ভাগ সময়ই এই নামটি আল-ক্বইয়্যুমের সাথে আসে। এটি আল্লাহর কোনো নাম?

১৩ । এই নামটির অর্থ স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর উৎসমূল 'ক্বফ-ওয়াও-মীম' এই নামটি বেশির ভাগ সময়ই আল-হাইয়ের সাথে আসে। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৪ । এই নামটি লাজুকতা ও কোমলতার অর্থ দেয়। এর উৎসমূল 'হা-ইয়া-ইয়া'। এই নামটি কুরআনে আসেনি; সুন্নাহয় এসেছে। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৫ । এই নামটি দ্বারা গোপন করা অর্থ বোঝায়। এর উৎসমূল 'সীন-তা-রা'। এই নামটি আল-হালিম নামটির সাথে সম্পর্কিত। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৬ । এই নামটি দ্বারা কল্যাণ অর্থ প্রকাশ পায়। এর উৎসমূল 'ত্বোয়া-ইয়া-বা'। এই নামটির উল্লেখ আছে সুন্নাহয়; কুরআনে নয়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৭ । এই নামটি দ্বারা কোমলতা ও নম্রতা অর্থ বোঝায়। এর উৎসমূল 'রা-ফা-ক্বফ'। এই নামটির উল্লেখ কুরআনে না থাকলেও সুন্নাহয় আছে। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৮ । এই নামটি দ্বারা বিশালতা অর্থ বোঝায়। এর উৎসমূল 'জিম-ওয়াও-দাল'। এই নামটি কুরআনে নয় সুন্নাহতে এসেছে। এটি আল্লাহর কোন নাম?

১৯ । এই নামটি দ্বারা উৎকৃষ্টতা অর্থ বোঝায়। এর উৎসমূল 'হা-সীন-নুন'। কুরআনে নয় বরং সুন্নাহতে এই নামটি পাওয়া যায়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

২০ । এই নামটি দ্বারা নিরাময় ও আরোগ্য দানের অর্থ প্রকাশ পায়। এর উৎসমূল 'শীন-ফা-ইয়া'। কুরআনে নয় বরং এই নামটি সুন্নাহতে পাওয়া যায়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

২১ । এই নামটি দ্বারা প্রতুলতার অর্থ বোঝানো হয়। এর উৎসমূল 'কাফ-ফা-ইয়া'। এই নামটি কেবল সুন্নাহতে পাওয়া যায়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

২২ । এই নামটি দ্বারা জামিনদার হওয়া অর্থ বোঝায়। এর উৎসমূল 'কাফ-ফা-লাম'। এই নামটি কেবল সূরা নাহলেই পাওয়া যায়। এটি আল্লাহর কোন নাম?

২৩ । এই নামটি দ্বারা সর্বজ্ঞাতা হওয়ার অর্থ প্রকাশ পায়। এর উৎসমূল 'আইন-লাম-মীম'। এই নামটি আল-আলীম শব্দের সবচেয়ে জোরালো ধরন। এটি আল্লাহর কোন নাম?